PANI SAMPAD BARTA

ISSN ■ 1607-9841

এলজিইডি

পানি সম্পদ বার্তা

এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ত্রৈমাসিক বুলেটিন
Quarterly Bulletin of the Integrated Water Resources Management Unit of LGED

সংখ্যা ৩০, জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০০৯
ISSUE 30, JULY - SEPTEMBER 2009

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত

গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সম্মেলন কক্ষে অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর মধ্যে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জনাব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা, সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং এডিবি'র পক্ষে বাংলাদেশ রেসিডেন্ট মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর Mr. Paul J. Heytens ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পাশে উপবিষ্ট আছেন জনাব নুরুল হুদা, Deputy Country Director, ADB, BRM, (ডানে) ও জনাব সাইফুদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, (বামে)। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, (মাঝে), জনাব স্বপন কুমার সরকার, ডিজি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জনাব হাসিব-উল-আলম, Field Present Officer, IFAD, Ms. Yasmin Siddiqi, Water Resource Management Specialist, ADB Manila ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পে (Participatory Small Scale Water Resources Sector Project, PSSWRSP) অর্থায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর মধ্যে ৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের এক ঋণ চুক্তি গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জনাব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা, সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং এডিবি'র পক্ষে বাংলাদেশ রেসিডেন্ট মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর Mr. Paul J. Heytens ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। প্রকল্পটির সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রচেষ্টায় অবদান রাখা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়নের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে সুফলভোগীদের নিজেদের দ্বারা পরিচালিত টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা। প্রকল্পটি তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত দেশের সকল জেলায় বাস্তবায়িত হবে এবং এর বাস্তবায়ন ২০১০ সনে শুরু হয়ে ২০১৭ সনে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১২০.০০ (একশত বিশ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে এডিবি ৫৫.০০ (পঞ্চান্ন) মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) ৩২ (বত্রিশ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ হিসাবে প্রদান করবে। প্রকল্প ব্যয়ের বাকি অর্থ প্রকল্পের উপকারভোগীগণ রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল হিসাবে এবং বাংলাদেশ সরকার যোগান দেবে। এছাড়া প্রকল্পের পূর্ববর্তী দুই পর্যায়ের মত তৃতীয় পর্যায়েও নেদারল্যান্ডস সরকারের নিকট থেকে অনুদান পাওয়ার আশা করা যাচ্ছে।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায় হিসাবে বাস্তবায়িতব্য এই প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়িত ২৮০টি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত ২৯৬টিসহ মোট ৫৭৬টি উপ-প্রকল্পের মধ্য থেকে মূল্যায়নের ভিত্তিতে ১৫০টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য নতুন অবকাঠামো নির্মানসহ অন্যান্য ভৌত কাজ করা হবে এবং ২৩০টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। আগামী জানুয়ারী ২০১০ সন থেকে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। (২য় পৃষ্ঠায়)

অন্যান্য পাতায়

এলজিইডির বার্ষিক পর্যালোচনা সভা, সম্পাদকীয়, স্বাবলম্বী পাবসস সদস্য, শ্রেষ্ঠ মৎস্য চাষী বড়বাধ পাবসস এর নির্বাচন, ফরাজগঞ্জ, আত্রাইল বিল ও ভুলুয়ার খাল উপ-প্রকল্প হস্তান্তর, জাইকা প্রকল্প কার্যক্রম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর দিক নির্দেশনা, মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ, মৎস্য কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ, এলআইটি-এর সভা, NGO কর্তৃক পাবসসকে কম্পিউটার প্রদান।

ইতিপূর্বে, গত ৪-৫ আগষ্ট, ২০০৯ তারিখে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বাংলাদেশস্থ আবাসিক মিশনে অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের Loan Negotiation অনুষ্ঠিত হয়। ADB Headquarter, Manila এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এই Loan Negotiation-এ ঋণচুক্তির বিভিন্ন বিষয়ের আর্থিক এবং আইনগত দিক বিশদভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা হয়। অতঃপর ADB ও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে Negotiator হিসাবে যথাক্রমে Ms. Yasmin Siddiqi, Water Resources Management Specialist, ADB, Manila এবং জনাব সাইফুদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সচিব (ADB) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় Loan Negotiation-এ স্বাক্ষর করেন।

এলজিইডির বার্ষিক পর্যালোচনা সভা

প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা

গত ১-২ আগষ্ট ২০০৮-০৯ অর্থ বৎসরে এলজিইডির বার্ষিক কর্মকান্ডের পর্যালোচনা সভা এলজিইডির সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিনব্যাপী এ সভার উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি। সভাপতির বক্তব্যে জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে এলজিইডি যে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে তা ভবিষ্যতেও যেন অব্যহত থাকে সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান।

এলজিইডির বার্ষিক পর্যালোচনা সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি। উপবিষ্ট আছেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দ জনাব মো আনোয়ারুল হক, জনাব মোঃ লোকমান হাকিম এবং জনাব গোলাম মোস্তফা পাটোয়ারী।

সভার দ্বিতীয় দিনের সকালের অধিবেশনে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পেসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, এলজিইডি। তিনি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামোসমূহ নির্মানে সঠিকভাবে মান নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

অধিবেশনে জনাব মোঃ মশিউর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আইডব্লিউআরএম ইউনিট, এলজিইডি প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। যে সকল জেলায় উপ-প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোর নির্মান কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় সে সকল জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলীদের মনযোগ আকর্ষণ করে তিনি বলেন যে চলতি বৎসরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অবশ্যই সকল অসমাপ্ত নির্মানকাজ সমাপ্ত করতে হবে।

সম্পাদকীয়

সম্প্রতি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ আবাসিক মিশন কর্তৃক আয়োজিত Gender, Poverty and Climate Change শীর্ষক এক কর্মশালায় বিশেষজ্ঞরা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নারী ও দারিদ্রের উপর কি প্রভাব পড়বে তা তুলে ধরেন। তারা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন উপকূলবর্তী নিম্নভূমির দেশ, শুষ্ক ও মরুভূমি অঞ্চল, পানি সম্পদ এবং তুষার ও বরফ গলনের উপর নির্ভরশীল অঞ্চল, নিম্নভূমি অঞ্চলের কৃষি এবং কম অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিশেষভাবে প্রভাব ফেলবে। এর ফলে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলো তুলনামূলকভাবে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা দূর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, দারিদ্র ও নারীর মধ্যে যে যোগসূত্র দেখতে পেয়েছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। জলবায়ু পরিবর্তনে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। যে কোন দূর্যোগ প্রথমেই তাদেরকে আঘাত করে এবং দারিদ্র অবস্থাকে আরও নাজুক অবস্থার দিকে নিয়ে যায়। একইভাবে দূর্যোগে নারীর খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি ভীষণভাবে ব্যাহত হয়।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রয়োজনে গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরন করে চলেছে, কিন্তু খুব সামান্য গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরন করেও বাংলাদেশ, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কার মত সমুদ্র উপকূলবর্তী স্বল্পোন্নত নিম্নভূমির দেশগুলো বিশ্বের উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাটেজি ফর ডিজাস্টার রিডাকশন বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ বন্যা, তৃতীয় সর্বোচ্চ সুনামী ও ষষ্ঠ সর্বোচ্চ ঘূর্ণিঝড় ঝুকির দেশ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। বিশেষজ্ঞরা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বৃদ্ধি পেলে সুন্দরবনসহ বাংলাদেশের দক্ষিনাঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা পানির নীচে তলিয়ে যাবে। দেশের বিপুল পরিমাণ কৃষিজমি লবণাক্ত হয়ে চাষের অযোগ্য হয়ে পড়বে। ফলে ফসলের উৎপাদন ব্যহত হবে এবং অসংখ্য মানুষ বাস্তহারা হয়ে পড়বে।

সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে ইউরোপীয়ান ডেভেলপমেন্ট ডেজ ২০০৯ সম্মেলনের সমাপনী দিনে দেয়া ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশসহ অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য একটি অভিযোজন তহবিল গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন স্বল্পোন্নত দেশগুলো তাদের অর্থনীতি ও জলবায়ুজনিত দূর্দশার জন্য বিশেষ গুরুত্ব পাওয়ার দাবী রাখে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা আজ বিশ্ববাসীর সামনে এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশ্ববাসীকে বাস্তবিক অর্থেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যেতে হবে।

সেই সাথে দেশের মধ্যে পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রেও অনেক কিছু করনীয় রয়েছে। দেশের নদী-নালা, খাল-বিলগুলো দখলদার ভূমিদস্যুদের কবলে পড়েছে। বন উজাড় হচ্ছে, বৃক্ষ নিধন ও জলাশয় ভরাটের কাজ চলছেই। পরিবেশের শত্রু পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বাধাহীনভাবে বেড়ে চলেছে। এসব বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নিতে হবে। আমাদের অঙ্গীকার হবে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সকল কর্মকান্ড বন্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া এবং একটি সমৃদ্ধশালী সুন্দর দেশ গড়ার জন্য সকলকে সঙ্গে নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাওয়া।

মুরগীর খামার করে স্বাবলম্বী হলেন পাবসস সদস্য

মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন। মেহেরপুর জেলার গাঙনী উপজেলাধীন নাগদার খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর একজন নিয়মিত সদস্য। প্রকল্প থেকে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার উপর প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে যারা স্বাবলম্বী হয়েছেন আম্বিয়া খাতুন তাদেরই একজন। নাগদার খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সহযোগীতা করার জন্য নিজস্ব তহবিল থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারী সদস্যদের ঋণ প্রদান করে আসছে। বিভিন্ন সময়ে তাদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজনও করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে সকল মহিলা শাক-সব্জি চাষসহ হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুপালন এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করে বেশ সাফল্যের মুখ দেখেছেন তাদের মধ্যে নাগদার খাল পাবসস লিঃ এর নারী সদস্য মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন অন্যতম।

প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু উৎসাহী মহিলা সদস্য নিয়ে হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশুপালন বিষয়ে তিন দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ লাভের পর পাবসস লিঃ থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি ২০,০০০/= (বিশ) হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে হাঁস-মুরগী পালনের কার্যক্রম হাতে নেন। হাঁস-মুরগী পালন করে ইতোমধ্যে তিনি সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করেছেন। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগী পালনের উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণের পর বাকী টাকা দিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলাকা থেকে ২/৩ দিন বয়সী মুরগীর বাচ্চা সংগ্রহ করেন। মুরগীর বাচ্চা ২/৩ মাস পালনের পর তা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। এতে প্রতি মাসে তার লাভ হয় ৬-৭ হাজার টাকা। সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি খামারে মুরগী পালন করে আসছেন। এ বিষয়ে তাকে পরামর্শ সহায়তা প্রদান করছে উপজেলা পশুসম্পদ দপ্তর। আগামীতে খামারের পরিধি আরো বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা তার রয়েছে।

পাবসস সদস্যের জেলার শ্রেষ্ঠ মৎস্যচাষীর সম্মান অর্জন

৩০ জুলাই-৫ আগষ্ট দেশব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালন উপলক্ষ্যে লক্ষীপুর জেলা মৎস্য অধিদপ্তর গত ২ আগষ্ট ২০০৯ অগ্রণী-গন্ধব্যপুর পাবসস লিঃ এর কার্যালয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বক্তারা পাবসস-এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সমিতির সদস্যদের মধ্যে মৎস্য চাষের বিষয়ে যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে সেজন্য তাদের সাধুবাদ জানান। সমিতি এলাকার জনগণকে মৎস্য চাষে আরও উৎসাহিত করে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমিষের ঘাটতি পূরণের উদ্যোগ নেবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মৎস্য চাষে উৎসাহিত করার জন্য সচেতনতামূলক প্রচারনা চালানো হয়।

জনাব এ কে এম সিদ্দিক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লক্ষীপুর-এর কাছ থেকে জেলার সেরা মৎস্য চাষীর পুরস্কার গ্রহণ করছেন জনাব মোঃ সহিদ উল্লাহ।

উল্লেখ্য অগ্রণী-গন্ধব্যপুর পাবসস লিঃ নিজস্ব উদ্যোগে এর সদস্যদেরকে প্রশিক্ষিত করে মৎস্য চাষে আগ্রহী করে তুলেছে। জেলা মৎস্য অধিদপ্তর সমিতির ৭৮ জন পুরুষ ও ১৬ জন মহিলা মৎস্য চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া সমিতির নিজস্ব প্রশিক্ষণ তহবিল থেকে ৩০ জন পুরুষ ও ৩০ জন মহিলা সদস্যকে মৎস্য চাষের কলাকৌশল বিষয়ে সমিতির অফিসে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। জনাব সুনীল চন্দ্র ঘোষ, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা, সদর, লক্ষীপুর উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।

মৎস্য সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠানে অগ্রণী-গন্ধব্যপুর পাবসস লিঃ-এর সদস্য জনাব মোঃ সহিদ উল্লাহকে জেলার শ্রেষ্ঠ মৎস্য চাষী হিসাবে পুরস্কৃত করা হয়। তিনি চার একর জমিতে মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ করে স্বাবলম্বী হওয়ায় এই পুরস্কার লাভ করেন।

বড়বাঁধ-নতুন খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর-নির্বাচন ঃ নারী নেতৃত্ব বিকাশে দৃষ্টান্ত স্থাপন

কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলাধীন বড়বাঁধ-নতুন খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ-এর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন গত ৫ আগষ্ট ২০০৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। তীব্র প্রতিদ্বন্দিতাপূর্ন এই নির্বাচনে দিনব্যাপী ভোট গ্রহণ শেষে নির্বাচন কমিটির সভাপতি ব্যবস্থাপনা কমিটির নব নির্বাচিত সদস্যদের নাম ঘোষনা করেন। নির্বাচনের একটি লক্ষণীয় দিক হচ্ছে এতে সহ-সভাপতি পদসহ ৫ জন মহিলা সদস্য বিভিন্ন পদে সরাসরি প্রতিদ্বন্দিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন। নব নির্বাচিত ম্যানেজিং কমিটিতে মহিলা সহ-সভাপতিসহ ৩ জন গ্র্যাজুয়েট। নির্বাচনকালীন সময়ে স্থানীয় থানার ওসি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা সমবায় কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বড়বাঁধ-নতুন খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সমিতি হিসাবে এর সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সমিতির সদস্য সংখ্যা পুরুষ ২২৮ জন এবং মহিলা ৫৮০ জনসহ মোট ৮১৫ জন। সমিতি এ পর্যন্ত ১৮৭ জন মহিলা এবং ৫০ জন পুরুষ ঋণ গ্রহিতার মধ্যে ৬,০০,০০০/- টাকা ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে বিতরণ করেছে। এছাড়া সমিতি ২টা পুকুর লিজ নিয়ে মৎস্য চাষ করছে।

বড়বাধ-নতুন খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ, নিকলী, কিশোরগঞ্জ-এর নব-নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ফরাজগঞ্জ বন্যা ব্যবস্থাপনা ও নিস্কাশন উপ-প্রকল্প হস্তান্তর

গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯ দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন ফরাজগঞ্জ উপ-প্রকল্পটি পাবসস এর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। হস্তান্তর অনুষ্ঠানটি ফরাজগঞ্জ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এলজিইডি-এর পক্ষে জনাব মোঃ জামাল হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ভোলা ও পাবসস এর পক্ষে সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (আলমগীর) নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উপ-প্রকল্প হস্তান্তর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

জনাব মোঃ তৈয়বুল হামিদ চৌধুরী, উপজেলা প্রকৌশলী, লালমোহন, ভোলা-কে ফরাজগঞ্জ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতি জনাব মোঃ মিজানুর রহমান আলমগীরের কাছে হস্তান্তর চুক্তিপত্র প্রদান করতে দেখা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় ১,১৭,৬১,২৮৮/- টাকা ব্যয়ে ফরাজগঞ্জ উপ-প্রকল্পে ৩টি ১ ভেন্ট পাইপ স্লুইস, ১টি ৪ ভেন্ট রেগুলেটর, ৪.১৩ কি.মি. খাল পূনঃখনন এবং ১টি ও এন্ড এম শেড নির্মাণ করা হইয়াছে।

ফরাজগঞ্জ উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ৯৯০ হেঃ এলাকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে। উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে তেতুলিয়া নদী থেকে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে আকস্মিক বন্যায় প্রকল্প এলাকায় কৃষিজাত ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতো এবং পুকুর প্লাবিত হয়ে মাছ ভেসে যেত। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ফসল ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন অনেক বেড়েছে এবং মৎস্য চাষীগণ তাদের খামার ও পুকুরে মাছের চাষ করতে পারছে।

আত্রাইল বিল নিস্কাশন ও পানি সংরক্ষন উপ-প্রকল্প হস্তান্তর

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাধীন আত্রাইল বিল (এসপি নং-২৩০৬৬) নিষ্কাশন ও পানি সংরক্ষন উপ-প্রকল্পের হস্তান্তর চুক্তিপত্র গত ১২ আগষ্ট ২০০৯ তারিখে পাবসস-এর কার্যালয়ে স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জনাব মোঃ ফজলে হাবিব, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মানিকগঞ্জ, এলজিইডির পক্ষে ও জনাব মোঃ মহিউদ্দীন আলমগীর সভাপতি, আত্রাইল বিল পাবসস লিঃ এর পক্ষে উপ-প্রকল্প হস্তান্তর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

স্বাক্ষর শেষে হস্তান্তর চুক্তিপত্রটি পাবসস-এর সভাপতির নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয়। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে আত্রাইল খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় বর্ষা পূর্ববর্তী মৌসুমী বৃষ্টিপাতে এলাকার জমি ডুবে যেত এবং সময়মতো পানি নিষ্কাশন না হওয়ায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতো। আত্রাইল খালের ১.৬৫ কিলোমিটার পূনঃখননের ফলে ভরাট হয়ে যাওয়া খালগুলো উপ-প্রকল্প এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণে যেমন সহায়ক হবে তেমনিভাবে একটি পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মানের ফলে খালগুলোতে পানি ধরে রেখে সেচের মাধ্যমে উফশী বোরো ধান, আলু ও অন্যান্য ফসল চাষ করা সম্ভব হবে। এর ফলে উপ-প্রকল্প এলাকার প্রায় ২৫৯ হেক্টর জমি উফশী বোরো ধান, রবি শস্য, আলু ও অন্যান্য সব্জি চাষের আওতায় আসবে। উপ-প্রকল্প হস্তান্তর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ বদরুল আজম, সহকারী প্রকৌশলী ও জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান, সোসিও ইকোনমিষ্ট, দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাবসস সদস্য ও এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

ভূলুয়ার খাল পানি সংরক্ষন উপ-প্রকল্প পাবসস এর নিকট হস্তান্তর

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলাধীন ভুলুয়ার খাল পানি সংরক্ষন উপ-প্রকল্পটি (এসপি-২৩০৯০) গত ২৬ জুলাই ২০০৯ ভুলুয়ার খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ-এর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। উপ-প্রকল্প হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবু মোঃ শাহরিয়ার, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, লক্ষীপুর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভুলুয়ার খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ-এর সভাপতি জনাব মোঃ জহির উদ্দিন মানিক।

ভুলুয়ার খাল উপ-প্রকল্পটিতে ১টি ৫ ভেন্ট পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো, ১২.৩২ কিলোমিটার খাল পূনঃখনন এবং ১টি ও এন্ড এম শেড নির্মাণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নে মোট ১,৩২,৩৬,৪৪৭/- টাকা ব্যয় হয়েছে।

উপ-প্রকল্প হস্তান্তর অনুষ্ঠানে নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে ভুলুয়ার খালে যে পানি সংরক্ষন করা হতো তা দিয়ে কোনরকমে ৪০০ হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া যেত। খালগুলো খননের ফলে এখন ৬৫০ হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হবে, সেইসাথে খালগুলোতে মাছের উৎপাদন দ্বিগুনেরও বেশি বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে।

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে এলাকার উপকারভোগী জনগনকে একটি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির আওতায় সংগঠিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫৭৭ জন পুরুষ এবং ১৭৬ জন নারী সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। সমিতির সদস্যগন সম্মিলিতভাবে ৭৫,৩০০/- টাকার শেয়ার মূলধন ও ২,৭৫,৬১৩/- টাকার সঞ্চয় আমানতসহ মোট ৩৫০,৯১৩/- টাকার তহবিল গঠন করেছে। সংগৃহীত তহবিল থেকে সমিতি ১২৬ জন পুরুষ ও ৫৫ জন নারী সদস্যের মধ্যে ৫,৩১,০০০/- টাকা ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে বিতরন করেছে। এছাড়াও সমিতি উপ-প্রকল্পের আওতায় পূনঃখননকৃত খালগুলো লীজ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ ও এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গসহ প্রায় চার শতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি প্রায় শতকরা ৯৩.০৬ ভাগ অর্জিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৫০টি উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এর মধ্যে ১৪৯টি উপ-প্রকল্প নির্মাণ শেষে এর অবকাঠামোসমূহ সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমান প্রান্তিক-এ হস্তান্তরকৃত উপ-প্রকল্পের সংখ্যা হচ্ছে ২৯টি। এ সময়ে ২টি উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ প্রান্তিকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৪৯টি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন হয়েছে। এ সকল কোর্সে ৫৮৭৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে এবং এর ফলে ৬০৪৭ প্রশিক্ষণ দিবস সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রান্তিকে প্রশিক্ষণে অগ্রগতির হার ৭৪.২% ভাগ।

পাবসসসমূহের সাধারণ সদস্যের মধ্যে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ কিছুটা বেড়ে ২৭.৭% ভাগ এবং ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী সদস্যদের সংখ্যা ৩০.৬% ভাগ এ উন্নীত হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ২৩৪টি উপ-প্রকল্পে পরিচালনা ও রক্ষণাক্ষেণ উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে যাতে ৭৯০ জন নারী সদস্য অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (জাইকা) কার্যক্রম

উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ প্রস্তাব

জাপান সরকারের ঋন সহায়তায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প এলাকার কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকার ১৫টি জেলার ১২৫টি উপজেলার বেশীরভাগ ইউনিয়ন পরিষদ থেকে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা প্রকৌশলীর মাধ্যমে উপ-প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ফরিদপুর থেকে ৪৪ টি, গোপালগঞ্জ থেকে ৫৮ টি, মাদারিপুর থেকে ৮৩ টি, রাজবাড়ী থেকে ১৬ টি, শরিয়তপুর থেকে ৭০ টি, হবিগঞ্জ থেকে ৪৫ টি, মৌলভীবাজার থেকে ১০ টি, সুনামগঞ্জ থেকে ২৭ টি, সিলেট থেকে ৬১ টি, জামালপুর থেকে ১৫ টি, কিশোরগঞ্জ থেকে ৪৫ টি, ময়মনসিংহ থেকে ৩৯ টি, নেত্রকোনা থেকে ৫৫ টি ও টাঙ্গাইল থেকে ৩০ টি প্রস্তাব পাওয়া গেছে। এই সকল প্রস্তাবসমূহের উপর ভিত্তি করে সবকটি জেলাতেই প্রাক সম্ভাবতা যাচাই, অংশগ্রহণমূলক গ্রাম সমীক্ষা এবং কারিগরি ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই-এর কাজ চলছে। সেই সাথে আরও উপ-প্রকল্প চিহ্নিত করে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলায় নির্মিতব্য বিল গোবিন্দপুর উপ-প্রকল্পে এলাকাবাসীর সাথে মত বিনিময় করছেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রকল্প পরিচালক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-জাইকা।

উপ-প্রকল্প পরিকল্পনা সভা

স্থানীয় জনগণ ও উপকারভোগীদের মতামতের ভিত্তিতে উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিজাইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে পাঁচটি উপ-প্রকল্পে পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো হলো সিলেট জেলার সদর উপজেলাধীন বাওয়া-চামুড়াকান্দি উপ-প্রকল্প, জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন রথখোলা-কামাড়বাড়ী উপ-প্রকল্প, সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলাধীন জালিয়ার পার উপ-প্রকল্প এবং ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলাধীন সাতগাভিয়া উপ-প্রকল্প ও মথুরাপুর-চিত্রাবিল উপ-প্রকল্প। প্রতিটি পরিকল্পনা সভায় সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা উপস্থাপন করে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত স্থানীয় জনগণ ও উপকারভোগীদের মতামত ও চাহিদা অনুযায়ী গৃহীত উপ-প্রকল্প পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে ডিজাইন প্রস্তুত করে পরবর্তীতে আয়োজিত ডিজাইন পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপনের পর প্রয়োজনে বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হবে।

উপ-প্রকল্প ডিজাইন চূড়ান্তকরণ সভা

প্রকল্প প্রনয়নকালীন সময়ে যাচাইকৃত ৪টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ২টি তথা ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলায় নির্মিতব্য রৌহা উপ-প্রকল্প এবং একই জেলার মুক্তাগাছা উপজেলায় নির্মিতব্য তেখালা-নওধারা-কাটাজোড়া উপ-প্রকল্পের ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। দুইটি উপ-প্রকল্প এলাকায় সভা আয়োজন করে প্রস্তাবিত ডিজাইন বিস্তারিত পর্যালোচনার পর চূড়ান্ত করা হয়। প্রতিটি সভায় স্থানীয় জনগণ ও উপকারভোগীগন সক্রিয়ভাবে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলায় নির্মিতব্য বিল গোবিন্দপুর উপ-প্রকল্পের ডিজাইন প্রণয়ন প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। শীঘ্রই এখানে ডিজাইন পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হবে।

জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলায় প্রস্তাবিত রথখোলা-কামাড়বাড়ী উপ-প্রকল্পের খসড়া ডিজাইন এর উপর স্থানীয় এলাকাবাসীর অংশগ্রহণে ও জনাব এ জেড এম কামাল উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা সভা ।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ে কর্মরত জুনিয়র ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ার, কমিউনিটি পার্টিসিপেশন অফিসার এবং উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কনস্ট্রাকশন সুপারভাইজারদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এবং অবহিতকরণ কোর্সের অধিকাংশই ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। এ সকল কোর্স এলজিইডি হেডকোয়ার্টার এবং ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য যে প্রকল্প এলাকাধীন ১৫টি জেলা থেকে ১২৫ জন উপজেলা প্রকৌশলী প্রকল্প ধারণা ও কার্যক্রম শীর্ষক অবহিতকরণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্প এলাকায় উপ-প্রকল্প চিহ্নিত করে স্থানীয় জনগণ ও উপকারভোগীদের চাহিদা অনুযায়ী বাস্তবায়নে এ সকল প্রশিক্ষণ কোর্স যথেষ্ট সহায়ক হবে। এছাড়া বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট, ময়মনসিংহ-এ পাবসস ব্যবস্থাপনার উপর দুই দিনব্যাপী দুইটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ব্যাচ দুইটিতে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ৬টি জেলার ৩২ জন কমিউনিটি পার্টিসিপেশন অফিসার, জুনিয়র ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ার ও উপজেলা পর্যায়ের কনস্ট্রাকশন সুপারভাইজর অংশগ্রহণ করেন।

উপ-প্রকল্প এলাকায় রেগুলেটর নির্মাণে প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শনে জনাব এ কে এম হারুন-উর-রশিদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (আইডব্লিউআরএম) ইউনিট এবং জনাব মোঃ আবদুস সালাম মন্ডল, নির্বাহী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-জাইকা, এলজিইডি ।

মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীদের প্রতি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর নির্দেশনা

সম্প্রতি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, আইডাব্লিউআরএম ইউনিট, এলজিইডি জেলা পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীদের প্রতি এক নির্দেশনামূলক পত্র প্রেরন করেছেন। পত্রটি নিম্নরূপঃ

দেশের পানি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও গ্রামীণ দারিদ্র হ্রাসের উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৩৭টি জেলায় ১৯৯৫-২০০২ সময়ে ২৮০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে ৩০০ টি উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ডিসেম্বর ২০০৯ নাগাদ সমাপ্ত হবে।

অর্থায়নকারী সংস্থাসমূহের চাহিদা অনুযায়ী ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে বিনিয়োগের যথার্থতা মূল্যায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে এ প্রকল্পের (১ম পর্যায়) আওতায় সমাপ্ত ১০টি উপ-প্রকল্পের Benefit Monitoring & Evaluation করা হয়। এ সমীক্ষার মাধ্যমে পুরো প্রকল্পে বিনিয়োগের যথার্থতা মূল্যায়িত হয়েছে। এ সমীক্ষা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের উদ্দেশ্য সার্বিকভাবে অর্জিত হলেও অনেক বিষয়ে যথা- উপ-প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রম যথা স্থানীয় পানি সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য, পশুসম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎপাদন যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন; ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ছোট ছোট গ্রামীন উদ্যোক্তাদের জন্য মূলধন যোগান প্রভৃতি বিষয়ে অর্জন আশানুরূপ নয়। অপরদিকে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের ৩০টি উপ-প্রকল্পের Bench Mark Survey ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এ সকল উপ-প্রকল্পের Benefit Monitoring & Evaluation করা হবে।

সংশ্লিষ্ট জেলার পাবসসসমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পাবসস এর ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা ও উপ-কমিটিসমূহের সভা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়না। কোন কোন ক্ষেত্রে পাবসস এর কার্যক্রম দীর্ঘদিন যাবৎ স্থবির রয়েছে। সদস্যদের মাসিক সঞ্চয় অনেক ক্ষেত্রে নিয়মিত আদায় না হওয়ায় পাবসস এর মূলধন বৃদ্ধি পাচ্ছেনা। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছেনা। কোন কোন উপজেলায় মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলেও তা নিয়মিত নয়। অপরদিকে অনেক জেলায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এ ধরনের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলেও তা একদিকে যেমন নিয়মিত নয়, অপর দিকে এলজিইডি'র মাঠ প্রশাসন যথেষ্ট গুরুত্ব না দেওয়ায় উপ-প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের সমস্যা দূরীকরণে ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ সকল সভা আশানুরূপ অগ্রগতি বয়ে আনতে পারছেনা। অনেক ক্ষেত্রে সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা হয়না বা হলেও তা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিতরণ করা হয় না।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে, পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সাপ্তাহিক ও মাসিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠান ও সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির সাপ্তাহিক ও মাসিক সভায় সমাজবিদ/সোসিও-ইকোনমিষ্ট/কমিউনিটি পার্টিসিপেশন অফিসার,কমিউনিটি অর্গানাইজার সময় সময় উপস্থিত থাকবেন। অধিকন্ত এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী ও সমবায় অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রারের যৌথ স্বাক্ষরে জারীকৃত ০৬/১২/২০০৪ ইং তারিখের পরিপত্র অনুসারে পাবসস এর বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি উপজেলা প্রকৌশলীগন মাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবেন। অনুরূপভাবে, জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পাবসস এর কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবেন। উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় এ সকল পর্যালোচনা সভায় উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা কো-চেয়ার হিসাবে এবং জেলা পর্যায়ে জেলা সমবায় কর্মকর্তা কো-চেয়ার হিসাবে উপস্থিত থাকতে হবে। স্মর্তব্য যে, মূল্যায়ন সমীক্ষা অনুযায়ী প্রকল্পের অর্জন ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য হলে, আশা করা যায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরে বৈদেশিক সহায়তা অব্যাহত থাকবে এবং অদূর ভবিষ্যতে প্রকল্পের তৃতীয় ও তৎপরবর্তী পর্যায়ের কাজ হাতে নেয়া সম্ভব হবে। এমতাবস্তায় সংশ্লিষ্ট জেলাধীন পাবসসসমূহের ভৌত অবকাঠামোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল ও জোরদার করা একান্ত আবশ্যক। আশা করি সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততায় জেলার আওতাধীন সকল উপ-প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে, এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে ও গ্রামীণ দারিদ্র হ্রাস পাবে।

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন

গত ২৬-২৭ আগষ্ট ২০০৯ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের উপর দুই দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কোর্স এলজিইডি সদর দপ্তরের আরডিইসি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে নেত্রকোনা, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, পটুয়াখালী ও বরিশালের সাতটি পাবসস থেকে ২৯ জন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটির সদস্য এবং এলজিইডির কমিউনিটি অর্গানাইজার প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, আইডব্লিউআরএম ইউনিট, এলজিইডি। পাশে উপবিষ্ট আছেন জনাব মোঃ মশিউর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আইডব্লিউআরএম ইউনিট এবং জনাব মোঃ আকবর হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী,আইডব্লিউআরএম ইউনিট, এলজিইডি।

প্রশিক্ষণ কোর্সটি উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, এলজিইডি। উদ্বোধনী ভাষনে তিনি উপ-প্রকল্পে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের সময়োপযোগী পরিচালনা ও সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটির সদস্যদের অনুরোধ করেন। তিনি বলেন সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ শুধু নির্মিত অবকাঠামোসমূহের দীর্ঘস্থায়ীত্বই নিশ্চিত করে না, একই সাথে সেগুলো দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সহায়তা করে। এ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটির দায়িত্ব; পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন; বিভিন্ন ধরনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ; পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল সংগ্রহ এবং উপ-প্রকল্প অবকাঠামোসমূহ হস্তান্তরের পরে পাবসস এর দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পানি সম্পদ বার্তায় প্রকাশের জন্য সংবাদ, ফিচার, ছবি ও তথ্য আইডব্লিউআরএম ইউনিটে পাঠান।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট কর্তৃক পাবসস সদস্যদের মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে বরিশাল জেলাধীন বাবুগঞ্জ উপজেলায় দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত মাধবপাশা ড্রেনেজ উপ-প্রকল্প এলাকায় আঞ্চলিক মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট, বরিশাল এর উদ্যোগে মাধবপাশা পাবসস লিঃ এর ২৫ জন কৃষক সদস্যকে "মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি" শীর্ষক মাঠ পর্যায়ে এক দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। উক্ত প্রশিক্ষণের ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা যা জানতে পারেন তা হচ্ছে- ১) মাটির নমুনা হচ্ছে কোনো জমি হতে সংগৃহীত কিছু পরিমাণ মাটি যা ঐ জমির মাটির গুণাবলির প্রতিনিধিত্ব করে; ২) মাটি হচ্ছে ফসলের খাদ্য ভান্ডার, কিন্তু অপরিকল্পিত ব্যবহারের কারণে মাটির উর্বরতা শক্তি ক্রমেই কমে যাচ্ছে। ফলে ফসলের ফলন ও উৎপাদন আশানুরূপ হচ্ছে না। এমতাবস্থায় মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য মাটির উর্বরতা সংরক্ষণসহ ফসলের কাঙ্খিত ফলন বৃদ্ধির জন্য মাটি পরীক্ষা করে জমিতে সুষম সার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। তাই মাটি পরীক্ষার জন্য সঠিক পদ্ধতিতে মাটির নমুনা সংগ্রহ করা আবশ্যক।

এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা জানতে পারেন যে একখন্ড জমির কর্ষণ স্তর বা উপরিস্তর (যে স্তর লাঙ্গল বা পাওয়ার টিলার/ট্রাক্টরের ফলা দ্বারা কর্তিত হয় এবং ফসলের শিকড় পর্যন্ত ছড়ায়) থেকে সমান দূরত্বে নয়টি স্থান থেকে মাটির সমূনা সংগ্রহ করতে হবে। পরবর্তীতে সংগৃহীত মাটির নমুনা মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারে প্রেরণ করতে হবে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট (এসআরডিআই) এর বিজ্ঞানীগণ গবেষণাগারে মাটির নমুনা পরীক্ষাপূর্বক জমিতে সারের মাত্রা সুপারিশ প্রদান করেন। এই প্রশিক্ষণে ২৫ জন কৃষকের জমি থেকে সংগৃহীত মৃত্তিকার নমুনা পরীক্ষা করে সার সুপারিশ কার্ড প্রদান করা হয়। SRDI এর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ জনাব আমিনুল ইসলাম ও কৃষিবিদ তপন কুমার সাহা প্রশিক্ষন প্রদান করেন এবং প্রকল্পের কৃষি ফ্যসিলিটেটর কৃষিবিদ জনাব মোঃ আব্দুল আজিম তাদেরকে সহযোগীতা প্রদান করেন। পাবসস এর পক্ষ থেকে সভাপতি জনাব আলাউদ্দিন এবং কৃষি উপ-কমিটির সভাপতি মজিবুর রহমান প্রশিক্ষণে সার্বিক সহযোগীতা করেন।

মৎস্য কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন মৎস্য গুরুত্বপূর্ণ উপ-প্রকল্পের পাবসস-এর নির্বাহী কমিটির সভাপতি/সম্পাদক এবং মৎস্য উপ-কমিটির দলনেতা ও উপ-দলনেতা, মৎস্য অধিদপ্তরের সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য ফ্যাসিলিটেটর ও এলজিইডি-এর কমিউনিটি অর্গানাইজারদের জন্য আয়োজিত মৎস্য কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ গত ০৫/০৯/২০০৯ থেকে ০৭/০৯/২০০৯ এবং ০৮/০৯/২০০৯ থেকে ১০/০৯/২০০৯ পর্যন্ত বাগদা চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের তত্ত্বাবধানে জেলা মৎস্য অফিসের প্রশিক্ষণ কক্ষ, বয়রা, খুলনায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের ২টি ব্যাচে ১১টি উপ-প্রকল্প থেকে মোট ৫৩ জন পাবসস সদস্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে মৎস্য চাষ কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয় এবং তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। তাছাড়া উপ-প্রকল্প এলাকায় মৎস্য উৎপাদন কলাকৌশল বিষয়ে প্রযুক্তিগত ৫টি প্যাকেজ, যেমনঃ- পুকুরে মাছ চাষ, ধানক্ষেতে মাছ চাষ, পোনা উৎপাদন, তেলাপিয়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ পদ্ধতি এবং গলদা চিংড়ি চাষ ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তর এবং এলজিইডির প্রশিক্ষকবৃন্দ প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করেন।

প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রথম ব্যাচে মেহেরপুর, নড়াইল, চুয়াডাঙ্গা, বরিশাল, বাগেরহাট জেলার যথাক্রমে নলবিল, ভোমরদিয়া, কানাইডাঙ্গা, মাধবপাশা ও গোসালা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহ এবং দ্বিতীয় ব্যাচে দিনাজপুর ও শরীয়তপুর জেলার যথাক্রমে চিরির খাল, কাবুলীপাড়া, তিলাই নদী, আখিরা খাড়ী, বাঙ্গালীপুর এবং গাগরিজোরা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি থেকে সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মৎস্য কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ সহিদুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী, (প্ল্যানিং ও ডিজাইন) দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প (বামে) এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী পাবসস সদস্যবৃন্দ (ডানে)।

জাতীয় সংসদের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় অধিক সংখ্যায় রাবার ড্যাম নির্মানের সিদ্ধান্ত

নবম জাতীয় সংসদের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির তৃতীয় সভায় দেশের সকল অঞ্চলে রাবার ড্যাম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে। পরবর্তীতে গত ৩০ জুলাই ২০০৯ ইং তারিখে কৃষি সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাবার ড্যাম নির্মাণের উপযোগী নদী/স্থান নির্ধারনের লক্ষ্যে সমীক্ষার জন্য কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়।

রাবার ড্যাম ছোট ও মাঝারী নদী ও খালের উপর নির্মিত এক ধরনের পানি ধারক অবকাঠামো। এদেশে ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলায় বাঁকখালী নদী ও ঈদগাঁও খালের উপর সম্পূর্ন দেশীয় অর্থায়নে দুইটি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়। এই ড্যাম দুটি নির্মাণের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকদের কাছে শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানি সহজলভ্য হয়েছে। সময়ের আবর্তনে রাবার ড্যাম একটি ব্যয় সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব পানিধারক অবকাঠামো হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গতানুগতিক গেটবিশিষ্ট পানিধারক অবকাঠামোর তুলনায় রাবার ড্যাম অধিক কার্যকরী এবং এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ অনেক সহজ।

পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলায় এলজিইডি একটি রাবার ড্যাম নির্মাণ করে। নির্মিত এইসকল রাবার ড্যামগুলোর সাফল্যের উপর ভিত্তি করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ১৯৯৯ থেকে ২০০৮ সন পর্যন্ত মেয়াদকালে এলজিইডি ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে দশটি রাবার ড্যাম প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

এছাড়াও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ময়মনসিংহ, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলায় দশটি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত রাবার ড্যামের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প" নামে একটি প্রকল্প গত ২ জুন ২০০৯ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৪ সন মেয়াদে দেশের ১১টি জেলায় এলজিইডি ১০টি ও বিএডিসি ২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করবে।

লাইভলীহুড ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এর বোর্ড অব ট্রাস্টীজ এর সভা অনুষ্ঠিত

লাইভলীহুড ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এর বোর্ড অব ট্রাস্টীজ এর তৃতীয় সভা গত ৩১ আগষ্ট ২০০৯ তারিখে এলজিইডি ভবনের ৪র্থ তলায় বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী ও লাইভলীহুড ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এর সভাপতি জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। উল্লেখ্য, সভাপতি হিসাবে লাইভলীহুড ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এর দায়িত্ব পাওয়ার পর জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান-এর এটি প্রথম সভা। সভার শুরুতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে পাবসস-সমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম তরান্বিত করার উপর গুরুত্বারোপ করে সভাপতি মহোদয় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সভায় ট্রাস্টের কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সভাপতিকে অবগত করা হয়।

সুনির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়সমূহের উপর আলোচনা করার পর ট্রাস্টের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও এর মাধ্যমে পাবসস এর দরিদ্র সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে রয়েছে ১) পাবসসের অনুকূলে সরাসরি Wholesale ঋণ সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে এলআইটি'র প্রস্তাবের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ তরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো; ২) পাবসস ও এলআইটি'র মধ্যে সম্পর্ক এবং ট্রাস্টের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা লাভে অনুসরণীয় খসড়া গাইডলাইনস্-এর উপর এলআইটি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যগন কর্তৃক প্রদানকৃতপ্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে খসড়াটি সংশোধনপূর্বক Wholesale ঋণ সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মতামতসহ পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করবে; ৩) গৃহীত Design characters সম্বলিত একটি standard size LOGO -এর রঙ্গিন চিত্র সভাপতির স্বাক্ষরান্তে সংরক্ষণ করতে হবে। ট্রাস্টের প্রয়োজনে এই LOGO ব্যবহৃত হবে; ৪) পাবসস -এর জন্য উন্নতমানের প্রশিক্ষণের প্রস্তুতিমূলক কাজ এখনই হাতে নিতে হবে; ৫) এলআইটি সচিবালয় অনতিবিলম্বে একজন Manager, একজন Accountant cum Data Entry Operator ও একজন Office Support Staff পদে যথানিয়মে লোক নিয়োগে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে; ৬) এলআইটি-র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়নের জন্য উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং ৭) প্রতিটি পাবসস অডিটের জন্য সংশ্লিষ্ট সমবায় দপ্তর কর্তৃক ধার্যকৃত নিরীক্ষা ফি সম্পূর্ণ মওকুফ করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরকে লিখিত অনুরোধ জানাতে হবে।

বোর্ড অব ট্রাস্টীজ এর সদস্যবৃন্দের মধ্যে জনাব মোঃ মশিউর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আইডব্লিউআরএম, এলজিইডি ও সদস্য সচিব, এলআইটি, জনাব মো: আবদুল খালেক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, জনাব মো: কায়সারুল আলম, অতিরিক্ত নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, জনাব মোঃ আব্দুল মোমেন, মহাব্যবস্থাপক, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, মো: আবদুল হাকিম, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), পিকেএসএফ, জনাব মো: নুরুল ইসলাম, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি ও বিশেষজ্ঞ সদস্য, এলআইটি, জনাব এম, সুলতান মাহমুদ খান, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক যুগ্ম-সচিব ও বিশেষজ্ঞ সদস্য, এলআইটি, ডঃ তোফায়েল আহমেদ, বিশেষজ্ঞ সদস্য, এলআইটি, জনাব মোঃ আবুল হাসেম, সভাপতি, মানুখালী খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ, জনাব নিজাম উদ্দীন ফারুকী, সভাপতি, অগ্রনী -গন্দব্যপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এবং জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সম্পাদক, রামপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের গোমরাবিল পাবসস কে কম্পিউটার প্রদান করলো Save the Children USA

মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গোমরাবিল উপ-প্রকল্পে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ প্রকল্প এলাকার দারিদ্র হ্রাসকরণের লক্ষ্যে সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের সাফল্যের কথা এখন আর প্রকল্প এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। জেলায় কর্মরত এনজিওগুলো ইতোমধ্যে গোমরাবিলের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত হয়েছে। সম্প্রতি তাদের কার্যক্রম দেখার জন্য মেহেরপুর জেলায় কর্মরত সেভ দি চিলড্রেন ইউএসএ (Save the Children USA) নামক আন্তর্জাতিক এনজিওর একটি প্রতিনিধি দল গোমরাবিল পাবসস এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তারা সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে তাদের কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার প্রদান করেন। প্রাপ্ত কম্পিউটারের মাধ্যমে এখন সমিতির যাবতীয় হিসাবপত্র ও কার্যক্রমের রেকর্ড রাখার কাজ চলছে। পাবসস-এর ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির শিক্ষিত সদস্যদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্তও গ্রহন করেছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৭৭৯ জন। তাদের সঞ্চিত শেয়ারের পরিমাণ ৩,৭৫,২৫০/= টাকা এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ ১০,২৮,৫৬৭/= টাকাসহ মোট মূলধনের পরিমাণ ১৪,০৩৮১৫/= টাকা। সমিতি এ পর্যন্ত ৬১২ জন দরিদ্র সদস্যদের মধ্যে ২৯,৫০,০০০/= টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে মোট ২,৯৭,৮১২/= টাকা লাভ করেছে। অর্জিত লাভ প্রতিটি সদস্যদের মধ্যে শেয়ার অনুপাতে বন্টন করা হয়েছে।

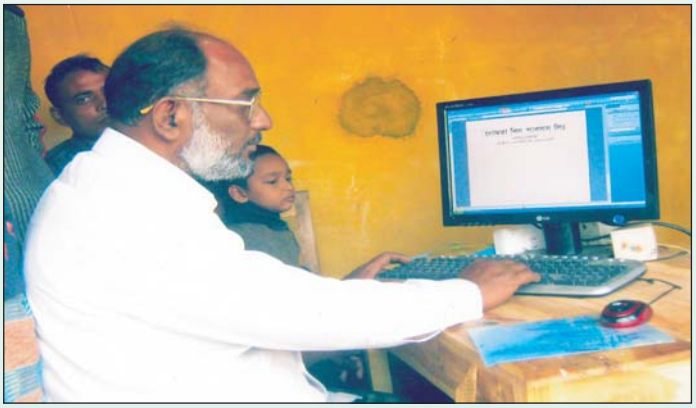

গোমরা খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ-এর সম্পাদককে কম্পিউটারে সমিতির হিসাব সংরক্ষণ করতে দেখা যাচ্ছে।

এছাড়াও গত বছর পাবসস লিঃ বারাদি হাট ইজারা নিয়ে মোট ৪৫,০০০/= টাকা এবং গোমরা খালে মৎস্য চাষ করে মোট ২,৫০,০০০/= টাকা লাভ করেছে। মৎস্য চাষের লভ্যাংশ সকল সদস্যদের মধ্যে শেয়ার অনুযায়ী বন্টিত হওয়ায় অধিকাংশ সদস্য মৎস্য চাষে আরো বেশী আগ্রহী হয়ে উঠেছে। যার প্রেক্ষিতে গত ০১/১০/২০০৯ ইং তারিখে এলজিইডি মেহেরপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব প্রকাশ চন্দ্র বিশ্বাস এর উপস্থিতিতে গোমরা খালে ৩,৫০,০০০/= টাকার বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে। চলতি বছরে আরো ৫/৬ লক্ষ টাকা লাভ করবে বলে পাবসস প্রতিনিধিরা আশা করছেন। মৎস্য চাষ বিষয়ে জেলা ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর প্রয়োজনীয় পরামর্শ সহায়তা দিয়ে আসছে।

গোমরাবিল পাবসস লিঃ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন তহবিল গঠনেও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। স্থানীয় অনুদান আদায় ছাড়াও বিভিন্ন আয়বর্ধকমূলক কাজের লভ্যাংশের কিয়দংশ এবং উপকারভোগী জনসাধারণের নিকট থেকে চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে সমিতি আরো ১,১৭,৫২০/= টাকা আদায় করেছে। প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন সম্পর্কে সমিতির সদস্যগনের স্বচ্ছ ধারণা, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জবাবদিহিতা এবং প্রকল্প কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীল ভূমিকার কারণে এই অর্জন সম্ভব হয়েছে বলে সমিতির সদস্যরা মনে করেন।

সম্পাদক ঃ মোঃ আনোয়ারুল হক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট। এলজিইডি প্রধান কার্যালয়, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬), শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১২৭১৬৩, ফ্যাক্স ঃ ৯১৩২০৬১, ই-মেইল ঃ ace-iwrm@lged.gov.bd মোঃ মশিউর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত। ই-মেইল ঃ pd-sswrdsp@lged.gov.bd